সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪২৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের .... ২ | ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ .... ৩ | বসতবাড়িভিত্তিক ফল বাগান .... ৪ | রাজশাহীতে ফল ও শাকসবজি .... ৫ | কৃষকের মাঠে আধুনিক কৃষি ৬

উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যের মানও ঠিক রাখতে হবে : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন (শনিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২১)।-পিআইডি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বলেন, নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করে চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি করব। অর্থ উপার্জন করব। এটা আমরা পারি, পারব। উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যের মানও ঠিক রাখতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। ১৬ অক্টোবর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন তিনি। খাদ্যের অপচয় নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্যের অপচয় কমাতে হবে। সারা বিশ্বে একদিকে খাদ্যের অভাব, অন্যদিকে প্রচুর খাদ্যের অপচয় হয়। অনেক দেশ দুর্ভিক্ষের দিকে চলে যাচ্ছে। খাদ্যের অপচয় না করে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা গ্রহণে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ভালো পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কারিগরি সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বর্তমান সরকার সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে। সেজন্য, ফসলের ভালো উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা মেনে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি মেনে ফসল উৎপাদিত হলে খাবারের পুষ্টিমান যেমন অক্ষুন্ন থাকবে তেমনি পরিবেশেরও ক্ষতি হবে না। ১৬ অক্টোবর ২০২১ ঢাকার হোটেল

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ইঁদুর মেরে ৩৬০ কোটি টাকার ফসল রক্ষা : সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়

গত বছর প্রায় ১ কোটি ১৯ লাখ ৮৪ হাজার ইঁদুর নিধনের মাধ্যমে প্রায় ৮৯ হাজার ৮৭৬ মেট্রিক টন ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা। ২০১৯ সালেও ইঁদুর নিধন অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার ইঁদুর নিধন করে ৩০০ কোটি টাকার ফসল রক্ষা করা হয়। ১১ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিল্‌কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় ইঁদুর নিধন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় নতুন প্রকল্প বাংলা সেপ এর যাত্রা শুরু

'বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন' এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্রসবজি চাষিদের জন্য বহু অংশীদারিত্বমূলক বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প The Market-oriented Agriculture Promotion Project for Smallholder Horticulture Farmers through Multi-stakeholder Partnerships Bangla-SHEP।

বাংলা সেপ প্রকল্পের অনলাইন উদ্বোধনী সভা ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রকল্পের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর মোঃ সোহরাব হোসেনের পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব এ কে এম সাহেদুজ্জামান। সভায় মূলপ্রবন্ধ উস্থাপন করেন বাংলা সেপ প্রকল্পের প্রধান পরার্মশক ড. মাশিহিরো কাওয়ামুরা।

সভায় প্রধান অতিথি জনাব টমহিরো অজিগামি বলেন, সেপ নীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে উৎপাদন এবং বিক্রয় নয় বরং বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন একটি কৃষি সম্প্রসারণ পন্থা যা কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশ কৃষির জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং আশা করেন সেপ এপ্রোচের ফলে বাংলাদেশের কৃষি আরো এগিয়ে যাবে।

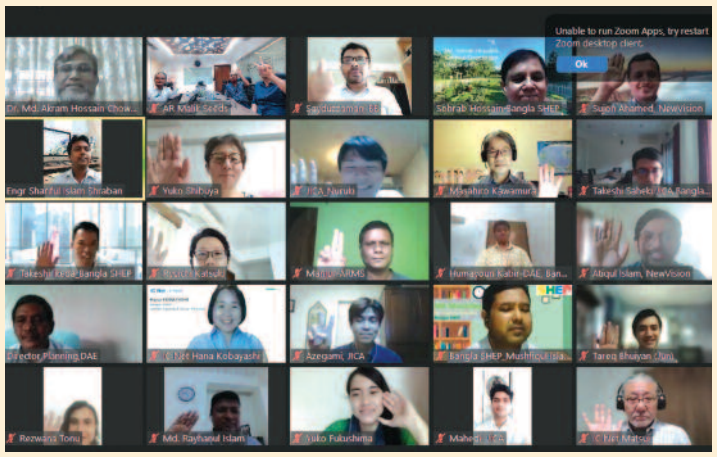

সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আইসিটি উইংয়ের পরিচালক শ্রী নিবাস দেবনাথ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাইকা, জাপানের অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালক জনাব টমহিরো আজিগামি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জাইকা, বাংলাদেশের সিনিয়র প্রতিনিধি জনাব টাকেশী শাহেকী, সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এই প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারী কৃষি ব্যবসা এ আর মালিক সিডের প্রতিনিধীবৃন্দ, জাইকার জাপানি ও বাংলাদেশী প্রতিনিধীবৃন্দ, জাপানি বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বাংলা সেপ প্রকল্পের জাতীয় ও আন্তজার্তিক বিশেষজ্ঞগণ।

মোঃ সোহরাব হোসেন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, বাংলা সেপ প্রকল্প, ডিএই

এলাকাভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি ও মৎস্য খাতে মডেল তৈরি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মতিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও এনএটিপি-২ প্রকল্প পরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়

শুধু টেকনোলজির উন্নয়ন করলেই হয় না মাঠে তা সম্প্রসারণ করতে হবে। এলাকাভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা কৃষি ও মৎস্য খাতে মডেল তৈরি করতে চাই। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিলেট অঞ্চলের ৪ জেলার ১৮টি উপজেলার এনএটিপি-২ প্রকল্পের আঞ্চলিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এনএটিপি-২ প্রকল্পের পরিচালক মো. মতিউর রহমান তার বক্তব্যে এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না এই নীতি অনুসরণ করে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় এনএটিপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পতিত জমিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সিলেট হাওর সমৃদ্ধ অঞ্চল। নিরাপদ খাদ্য তৈরি করতে পারলে মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা তৈরি হবে। মার্কেটিংকে কৃষকপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে কৃষিবিদদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক দিলীপ কুমার অধিকারীর সভাপতিত্বে দিনব্যাপী কর্মশালায় সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন জাতের শস্যের উৎপাদন সমস্যা ও সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া এই অঞ্চলের দার্জিলিং কমলা, সূর্যমুখী, তরমুজ, সরিষা চাষ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মশালায় সিলেট অঞ্চলের ১৪০ জন কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অংশ নেন।

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, সিলেট

ইঁদুর মেরে ৩৬০ কোটি টাকার ফসল রক্ষা

প্রথম পাতার পর

অভিযান ২০২১ ও ২০২০ সালের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তথ্যটি উঠে আসে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতি বছর মাসব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করে থাকে। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এ অভিযান। জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১ এর প্রতিপাদ্য 'জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে, ইঁদুর মারি একসাথে। ইঁদুরের ব্যাপক ক্ষতি থেকে ফসলকে রক্ষা করার পাশাপাশি ইঁদুর নিধন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানান কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিনিয়তই ইঁদুর কৃষকের কষ্টার্জিত ফসলের বেশ কিছু অংশ নষ্ট করে থাকে। এ ক্ষতির পরিমান বছরে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। উদ্বুকরণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে ইঁদুর নিধন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ইঁদুর দমন করা অত্যন্ত জরুরি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম, বিনার মহাপরিচালক মফিজুল ইসলাম ও বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক ড. মো. আবু সাইদ মিঞা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ হাবিবুর রহমান। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য সূত্র: উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার শহীদ মুক্তিযুদ্ধা হজরত আলী অডিটোরিয়ামে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় "২০২১-২২ অর্থবছরের প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মুক্তাগাছা উপজেলায় বাস্তবায়ণ কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিএই ময়মনসিংহ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: মতিউজ্জামানের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম খালিদ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উক্ত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষিতে অগ্রাধিকার বৃদ্ধিতে কাজ করার ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মালটা চাষ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষসহ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে নিরাপদ সবজি চাষের ভূমিকা অপরিসীম।

উক্ত কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মো: খোরশেদ আলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

নন-হিউম্যান কনজামশনসহ নানা কারণে চালের

শেষ পাতার পর

অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ফোরাম ফর ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন অন এগ্রিকালচার (ফিডা) ও সিনজেন্টা বাংলাদেশ লি. এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দেশের কৃষির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে 'ফার্ম সেক্টর অব বাংলাদেশ : প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ' বইটি ফিডা ও সিনজেন্টা বাংলাদেশ ফেলোশিপের আওতায় প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রশংসা করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, প্রাইভেট সেক্টর ও সাংবাদিকদের এ যৌথ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাই। আমরা কৃষিকে বাণিজ্যিক, আধুনিক ও লাভজনক করতে চাই। এক্ষেত্রে মিডিয়ার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ফিডার সভাপতি রিয়াজ আহমদের সভাপতিত্বে বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, বারির মহাপরিচালক নাজিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক মনিরুল আলম, ফিডার সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাবলু, ফিডার সদস্য কাউসার রহমান, সিনজেন্টার ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ঢাকায় গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে "গণমাধ্যমে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার ড. সুরজিত সাহা রায়, প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান। প্রশিক্ষণে উপজেলা পর্যায়ে ৩০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম মোট ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, ডিএই

উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যের মানও ঠিক রাখতে হবে

প্রথম পাতার পর

করোনা মহামারিতে এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে তা নিশ্চিত করার আহবান পুনর্ব্যক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার উন্নয়ন করে যাবে। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কৃষিজমি যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও সবাইকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৃষির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত/যৌথ কৃষি খামারের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই বিশেষ পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থায় শুধু কৃষি উন্নয়নই নয়, স্থানীয় রাজস্বে পল্লী উন্নয়নেরও রূপরেখাও নিহিত ছিল।

তিনি বলেন, 'কৃষি শিক্ষা-গবেষণা খাতে বরাদ্দ আরো বাড়িয়েছি। ফলে আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা কৃষি খাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে কৃষিতে বৈপ্লবিক সাফল্য এসেছে। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৯৪তম হলেও বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বে ১১তম স্থানে উঠে এসেছে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত '100 Years of Agricultural Development in Bangladesh' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন এবং বিআরআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত 'বঙ্গবন্ধু ধান১০০' অবমুক্ত করেন এবং 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন। *তথ্য সূত্র : বাসস*

বসতবাড়িভিত্তিক ফল বাগান স্থাপন ও বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ওপর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ জিএম এ গফুর, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই, খুলনা অঞ্চল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনাস্থ সম্মেলন কক্ষে ফল বাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বালাইব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ওপর ২ দিনব্যাপী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জিএম এ গফুর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির টেকসই উন্নয়নে নানামুখী প্রকল্প, কর্মসুচি, প্রণোদনা, ভর্তূকি প্রদান করে যাচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি সময়োপযোগী। বসতবাড়ি ভিত্তিক বাগান স্থাপনের ফলে নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের কৃষিকে সমৃদ্ধ করছে।

গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত ও বিভিন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, খুলনা

কুষ্টিয়ায় বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ উদ্বোধন

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে খরিপ-২/২০২১-২২ মৌসুমে নাবী পাট বীজ উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে পাট ও পেঁয়াজের বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ উদ্বোধনী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ উপজেলা প্রশাসন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. কামারুল আরেফিন উপস্থিত থেকে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুধীজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ। উল্লেখ্য, বিনামূল্যে নাবী পাট বীজ উৎপাদনকারী ৪৫ জন কৃষকদের মাঝে জনপ্রতি পাট বীজ-০.৫ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ২০ কেজি হারে এবং পেঁয়াজ উৎপাদনকারী ৩০ জন কৃষকদের মাঝে জনপ্রতি পেঁয়াজ বীজ-০১ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি হারে বিতরণ করা হয়েছে।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

ধামরাইয়ে মাল্টা চাষে সাফল্য

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'আসফ'-এর চেয়ারম্যান ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. এনামুল হক আইয়ুব ধামরাইয়ে তার গ্রামে এক একর জমিতে গড়ে তুলেছেন শখের মিশ্র ফলবাগান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় গড়ে ওঠা ফলবাগানটিতে রয়েছে প্রায় ১০০টি বারি-১ জাতের মাল্টা গাছ, ভিয়েতনামি নারকেল, বীজহীন লেবু, পেয়ারা ও সাত জাতের আমগাছ। সারা বছর ফলের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই বাগানটি গড়ে তোলা হয়েছে।

বাগানে প্রতিটি গাছের শাখায় শাখায় মাল্টার ফলন বাগানটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। এমন ফলন মাল্টা চাষে সাফল্যের হাতছানি হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তা। জাত নির্বাচন, চাষাবাদ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ সহায়তা দিয়ে চলেছেন ধামরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরিফুল হাসান।

তিনি বলেন বারি-১ জাতের মাল্টা চেনার উপায় এর রং সবুজ, প্রতিটি মাল্টার পেছনে অবশ্যই পয়সার মতো গোলাকার চিহ্ন থাকবে। প্রতিটি গাছের মাল্টা বিক্রি করে পাওয়া যাবে সাড়ে তিন থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। চাষি ও যুবসমাজ এ জাতের মাল্টা চাষে ঝুঁকলে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি সম্ভব হবে।

উপজেলার কুশুরা ইউনিয়নের বৈন্যা গ্রামে বাগান মালিক এনামুল হক আইয়ুব বলেন, যুবসমাজ ও চাষি ভাইয়েরা বারি-১ জাতের মাল্টা চাষ করে লাভবান হবেন।

কামরুন্নাহার কাঁকন, কৃতসা, ঢাকা

রাজশাহীতে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণের জন্য মিনি কোল্ডস্টোরেজ উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার শিবপুর বাজারে ৪ টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণের জন্য মিনি কোল্ডস্টোরেজের উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রধান অতিথি বক্তব্য বলেন পরীক্ষামূলক সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত এই ধরনের মিনি কোল্ডস্টোরেজে আম, টমেটো, ড্রাগন ফল, গাজর প্রভৃতি ফল এবং বিভিন্ন শাকসবজি রাখা যাবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ৪% অক্সিজেন মেইনটেন এবং ইথিলিনের কন্ট্রোল করে ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণকাল প্রায় ১ মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। এটি ছাড়াও চাঁপাইনবাগঞ্জের শিবগঞ্জ এবং নাটোরের আহমদপুরে যথাক্রমে ৮ এবং ৪ মেট্রিক টনের আরও দুটি মিনি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপিত হচ্ছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে আরও সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজশাহী অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ কে জে এম আব্দুল আউয়াল। কারিগরি বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এস এম হাসানুজ্জামান। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের ওপর বরিশালে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. খায়রুল আলম প্রিন্স, প্রকল্পর পরিচালক কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, ডিএই

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ বরিশাল নগরীর ব্রির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মো. খায়রুল আলম প্রিন্স। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হৃদয়েশ্বর দত্ত এবং আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার চিন্ময় রায়।

প্রধান অতিথি বলেন, ডাল-তেল-মসলার আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য এ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
তাই এ জাতীয় ফসলের আবাদ বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বীজের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা। আর তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বীজপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষক প্রতিনিধিসহ ১০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কুমিল্লায় বিজ্ঞানীদের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. মো. মহিউদ্দীন চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, নোয়াখালী

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা এর হলরুমে ২৯/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লায় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ বিষয়ে "Experimental design and statistical analysis using R" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. মহিউদ্দীন চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, নোয়াখালী। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এস এম ফয়সল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পাহাড়াঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রামগড়, খাগড়াছড়ি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. মো. আলমগীর সিদ্দিকী, প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষকের মাঠে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ বলেন, কৃষিবান্ধব সরকারের টেকসই পরিকল্পনায় বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উন্নয়নশীল দেশে অবস্থান করছে। এ উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য কৃষকের মাঠে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।

নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকার আয়োজনে, ডিএই, কুমিল্লার উপপরিচালকের কনফারেন্স হলে ৫-৭ অক্টোবর ২০২১ তিন দিনব্যাপী বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কৃষিবিদ মোঃ লুৎফর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ি, ঢাকা; কৃষিবিদ মো: মঞ্জুরুল হুদা, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম প্রমুখ ।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

পুষ্টি কর্নার ঃ জলপাই

জলপাই ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' রয়েছে। এতে ক্যালসিয়াম ও লৌহ বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাইয়ে জলীয় অংশ ৮২.০ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.৬ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৭০ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.০ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৬.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২২ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০১ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৩৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। জলপাইয়ের তেল ম্যাসাজ অয়েল, প্রলেপ ও রোচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সব জেলাতেই জলপাই চাষ হয়। তবে কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নোয়াখালী জেলায় বেশি উৎপন্ন হয়। জলপাইয়ের দুইটি উচ্চফলনশীল জাত হলো বাউজলপাই-১ ও বারি জলপাই-১। জলপাই থেকে চাটনি ও আচার তৈরি করা হয়। তরকারি ও ডালের সাথে জলপাই রান্না করে স্বাদ বাড়ানো হয়।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের ভীমপুর গ্রামে মাঠ দিবস ও শস্য কর্তন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলামসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ (১ অক্টোবর ২০২১)। *কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর*

ভালো পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে

প্রথম পাতার পর

ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে 'ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন' শীর্ষক কারিগরি সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে পুষ্টিকর খাবারের অভাব নেই কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা কিনতে পারে না। কারণ, মানুষের আয় সীমিত। সেজন্য মানুষের আয় বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে উন্নত করতে হবে। এলক্ষ্যে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

এফএওর মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কোভিড মহামারির বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বব্যাপী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি রেজিলিয়েন্ট, ইনক্লুসিভ ও সাসটেইনেবল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খালেদা ইসলাম, আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ, বাকৃবির সাবেক উপাচার্য ড. সাত্তার মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের (গেইন) নির্বাহী পরিচালক ড. লরেন্স হাদ্দাদ। প্রবন্ধে বলা হয় কোভিডের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও খাদ্য পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনার কারণে অপুষ্টিতে ২০২২ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন খর্বাকৃতি শিশু ও ১৩ মিলিয়ন কৃশকায় শিশু যুক্ত হতে পারে। অথচ করোনার আগে দুটোই ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব

শেষ পাতার পর

গত জুনে কমিটি গঠন করে। এই কমিটি শাকসবজি, ফলমূল রপ্তানির জন্য ১টি ও আলু রপ্তানির জন্য ১টি মোট ২টি রোডম্যাপ প্রণয়ন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। তিনি বলেন, কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারলে একদিকে কৃষকেরা লাভবান হবে, অন্য দিকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. রুহুল আমিন তালুকদার। এ সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি, রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষক প্রতিনিধিরা মতবিনিময় করেন।

এ সময় শাকসবজি, ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপ উপস্থাপনা করেন কৃষি বিপণন অধিদফতরের উপপরিচালক ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ এবং আলু রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপ উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের গবেষণা সেলের প্রধান সমন্বয়কারী ড. মো. রেজাউল করিম।

খসড়া রোডম্যাপ উপস্থাপনায় তারা শাকসবজি, আলু, ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা সমাধানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেন। এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ২০২১-২২ সালে ১.৬৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) এবং ২০২২-২৩ সালে (জুন পর্যন্ত) ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) আয় করা সম্ভব হবে। আলু রফতানির ক্ষেত্রে ২০২২ সালে ৮০ হাজার টন, ২০২৩ সালে ১ লাখ ২০ হাজার টন, ২০২৪ সালে ১ লাখ ৮০ হাজার এবং ২০২৫ সালে ২ লাখ ৫০ হাজার টন আলু রফতানি করা সম্ভব বলে খসড়া রোডম্যাপে উল্লেখ করা হয়েছে। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ২০২১-২২ সালে ১.৬৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) এবং ২০২২-২৩ সালে (জুন পর্যন্ত) ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সম্ভাব্য) আয় করা সম্ভব হবে

দেশে আর কোন দিন মঙ্গা ফিরে আসবে না : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রংপুরের তারাগঞ্জে মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো ঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যে দেশ থেকে মঙ্গা দূর হয়েছে। মানুষ মঙ্গার কথা ভুলে গেছে। আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত আগাম জাতের আমন ধানের চাষ রংপুর, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে পারলে দেশে ভবিষ্যতে আর কোন দিন মঙ্গা ফিরে আসবে না। ১ অক্টোবর ২১ বিকেলে রংপুরের তারাগঞ্জে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত বিনা-১৬ ও বিনা-১৭ জাতের ধানের নমুনা কর্তন ও মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এসব কথা বলেন। তিনি ঢাকায় তার সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিনার উদ্ভাবিত জাতগুলোকে দ্রুত কৃষকের কাছে ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, ফসলের নতুন বিন্যাসকে দ্রুত কাজে লাগাতে হবে। এ উন্নত আগাম জাতগুলো চাষ করলে মানুষের ঘরে আশ্বিন-কার্তিক মাসেও খাবার থাকবে।

অনুষ্ঠানস্থল রংপুরের তারাগঞ্জে মাঠ দিবসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বিনার মহাপরিচালক মির্জা মো: মোফাজ্জল ইসলাম, রংপুরের জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অতীতে আমন ধানের জীবনকাল ছিল ১৬০-১৭০ দিন এবং ফলন ছিল বিঘাপ্রতি মাত্র ৪-৫ মণ। সে তুলনায়, এই জাতগুলোর জীবনকাল প্রায় ৫০-৬০ দিন কম হওয়ায় আশ্বিন মাসে বিনার আমনের জাত পেকে যায়। ফলে, অগ্রিম ফসল ঘরে ওঠায় মঙ্গার সময় প্রান্তিক কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে উন্নতমানের হলুদ বীজ উৎপাদন বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

উপজেলা কৃষি অফিস, রাজস্থলীর আয়োজনে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এর আওতায় ১১ অক্টোবর ২০২১ উপজেলার সদর ইউনিয়নের তাইতংপাড়া এলাকায় স্থানীয় উন্নতজাতের হলুদের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। রাজস্থলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উবাচ মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ তপন কুমার পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটিআই রাঙ্গামাটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ আপ্রু মারমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার শান্তনু কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাহবুবুর আলম রনি ও রাজস্থলী থানার অফিসার ইনচার্জ মফজল আহম্মদ খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ তপন কুমার পাল বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন এবং বিক্রির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক উদ্যোক্তা (SME) তৈরি করা হয়েছে, বীজ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম, ময়েশচার মিটার, বীজ শুকানোর ড্রাইং কিট, মৌবাক্স ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মশলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙামাটি

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
❑ আশ্বিন-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে '100 Years of Agricultural Development in Bangladesh' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন (শনিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২১)।-পিআইডি

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, দেশের শাকসবজি, আলু ও ফলমূল রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। বিভিন্ন ফসল ও খাদ্যে আমরা এখন উদ্বৃত্ত। এ উদ্বৃত্ত ফসল সারা পৃথিবীতে আমরা রপ্তানি করতে চাই। সেজন্য, রপ্তানির বাধাসমূহ দূর করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত। গত ১ বছরে কৃষিপণ্যের রপ্তানি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামনের দিনগুলোতে রপ্তানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে।

১১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকার ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে শাকসবজি, আলু, ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া রোডম্যাপের ওপর মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

নন-হিউম্যান কনজামশনসহ নানা কারণে চালের আমদানি : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশে চালের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। গড় উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে। এখন দেশে প্রতি শতাংশ জমিতে ১ মণ করে ধান উৎপাদন হয়। তারপরও চাল আমদানি করতে হচ্ছে নানা কারণে। দেশে বছরে এখন ৬০ লাখ টন ভুট্টা উৎপাদন হচ্ছে। আগে যে খেতে ধানের চাষ হতো সেখানেই ভুট্টা চাষ হচ্ছে। একই সাথে, চালের নন-হিউম্যান কনজামশন অনেক বেড়েছে। মাছ, পোল্ট্রি, প্রাণি খাদ্য ও স্টার্চ হিসেবে চালের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকার ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে 'ফার্ম সেক্টর অব বাংলাদেশ : প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা সভায় প্রধান

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকার ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে 'ফার্ম সেক্টর অব বাংলাদেশ : প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd